130

দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এ মাসেই বৈঠক

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদের (ডাকসু) বর্তমান সংসদ পাঁচ বছর পেরিয়ে ছয় বছরে পা দিয়েছে দু'দিন হল। ডাকসু ভবনে নেই প্রাণচাঞ্চল্য। দুইবার নির্বাচন ঘোষণা করা হলেও একটি ছাত্র সংগঠনের বিরোধিতার মুখে তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডাকসু নির্বাচন

৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এ মাসেই বৈঠক

অনুষ্ঠান নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিনেটসহ বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক ডাকা হবে।

ডাকসুর কর্মকর্তারা অনেকেই ডাকসু ভবনে বসেন না অনেকদিন ধরে। তাদের কক্ষে তালা ঝুলছে। ডাকসু নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে না পারায় প্রায় ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের ৬ জুন ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অধিকাংশ হল সংসদসহ ডাকসুতে পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। নেতৃবৃন্দের বেশীরভাগই এখন আর ছাত্র নন। ক্যাম্পাসে আসেনও কম। যারা ছাত্রদলের নেতৃত্বে রয়েছেন, তারা আসেন।

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ক্যাম্পাসে গুঞ্জন রয়েছে যথেষ্ট। প্রায় সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর একই অভিমত, তা হচ্ছে ডাকসু নির্বাচন হওয়া উচিত। অভিজ্ঞ মহলের আশংকা, এভাবে চলতে থাকলে এক পর্যায়ে ক্যাম্পাস নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে মিডিয়া সিন্ডিকেটের প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে খোলামেলা আলাপ করেছেন। সবাই একবাক্যে বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্র সংগঠনগুলো একমত হলেই ডাকসু নির্বাচন হতে পারে। এমনিতে কোন বাধা নেই। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) খায়রুল কবির খোকন ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার জন্য ছাত্রলীগকে (শা-প) দায়ী করে বলেন, ছাত্রলীগ নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়েই ডাকসু নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ছাত্রদলের সাংগঠনিক ভিত এতই মজবুত যেকোন মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচন হলে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে আবারো জয়লাভ করবে। মূলত ডাকসুতে হারার ভয়েই ছাত্রলীগ বার বার ডাকসু নির্বাচনের বিরোধিতা করছে।

জনাব খোকন বলেন, ছাত্রলীগ পরিবেশের দোহাই দিয়ে নির্বাচনে যাচ্ছে না। ছাত্রলীগের এই বক্তব্য নেহাত অযৌক্তিক। তিনি বলেন, বিগত ১৩ বছরেও আজকের এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। আজকে একটা ছাত্র সংগঠনের হাতে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি হতে পারে না। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ আন্তরিক ও সিরিয়াস হলে যে কোন মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচন হতে পারে। এ ব্যাপারে ছাত্রদল সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত।

ছাত্রলীগ (শা-প) সভাপতি একেএম এনামুল হক শামীম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক চর্চা, ক্রীড়ার উন্নয়ন, নতুন নেতৃত্বের বিকাশসহ সার্বিক পরিবেশ বিষয় তার নিজস্ব গতিতে চলার জন্য প্রতিবছর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রয়োজন। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন যাবৎ নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়ার জন্য সরকারের উদাসীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ী।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সহসাধারণ সম্পাদিকা শিরিন সুলতানা বলেন, ছাত্রদলের সাথে ভোটযুদ্ধে নিশ্চিত হারবে বলেই তারা নির্বাচনে যেতে রাজী নয়। পরিবেশের নামে ফন্দি-ফিকির আঁটছে।

ছাত্রলীগ (কা-চ) সভাপতি আব-দুল্লাহিল কাইয়ুম বলেন, ডাকসু নির্বাচন একটি বাৎসরিক নিয়মিত অনুষ্ঠান হিসাবে থাকা উচিত। কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ, অকার্যকর ডাকসু বহাল রেখেছে।

ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আসলাম খান বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে গণতান্ত্রিক চর্চায় ডাকসু নির্বাচন না হওয়া দুঃখজনক। তিনি বলেন, নির্বাচনে হারবো এই মানসিকতাই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়ার কারণ। ছাত্রসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত, ও নতুন নেতৃত্বের বিকাশের স্বার্থেই ডাকসু নির্বাচন জরুরী। কর্তৃপক্ষ নির্বাচন ঘোষণা করলে ছাত্র ইউনিয়ন সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে। এ ব্যাপারে তিনি ছাত্রলীগকেও দায়ী করেন।

ছাত্রমৈত্রীর সহসভাপতি মোস্তফা আলমগীর রতন বলেন, ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার জন্য মূলত কর্তৃপক্ষই দায়ী। বাংলাদেশ ছাত্র সমিতির সভাপতি আবু আসলাম মিন্টু বলেন, কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে না বলেই ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না।

ছাত্র ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু বলেন, আমরা ডাকসু নির্বাচন অবশ্যই চাই। এই নির্বাচনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারন ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার জড়িত। তিনি বলেন, একটি সংগঠনের অযৌক্তিক দাবী ও জেদের কারণে গত বছর নির্বাচন হয়নি। তিনি ছাত্রদল ও ছাত্রলীগকে সমান দায়ী বলে উল্লেখ করে বলেন, সংগঠন দু'টি ডাকসুকে ক্ষমতার ভারকেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করে।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফয়সল আহমেদ, নাজিমউদ্দিন, পার্থ, জেসমিন আরা জ্যাপী, কামরুন্নাহার খান জুয়েল, পপি, সেতু ও শিখা বলেন, ডাকসু নির্বাচন হোক এটা আমরা সবাই চাই। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ডাকসুতে ভোট দিতে পারবো না এটা ভাবাই যায় না।

এব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ মিডিয়া সিন্ডিকেটের প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে জানান, এ মাসের মাঝামাঝি ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল ও সিনেটসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য বৈঠক ডাকবে। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় সার্বিক পরিস্থিতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকলে ঐকমত্য হলে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, অনেক সমস্যা রয়েছে। এ সকল সমস্যাকে সকলের প্রচেষ্টায় সমাধান করতে হবে। ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা নেই--এই অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, এটা সত্য নয়।

ভিসি বলেন, ডাকসু নির্বাচনের জন্য একটা পরিবেশের দরকার। আর এই পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরির জন্যই আলোচনায় বসা দরকার। তিনি আরো বলেন, বর্তমান পরিবেশ ভাল বলেই আলোচনায় বসতে চাচ্ছি। যাতে এ বছরেই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে লক্ষ্যেই প্রক্রিয়া শুরু করেছি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ও ১৯৯৪ সালে দু'বার ডাকসু নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের আপত্তি ও সশস্ত্র বিরোধিতার কারণে তা হয়নি।